দার্শনিক সম্প্রদায় জগৎ ও জীবনকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখেন বলেই তাঁদের মধ্যে

সবই আংশিক সত্য

মতভেদ দেখা যায়। তাঁহারা নিজের নিজের মতকে সম্পূর্ণ সত্য করে মতবিরোধ সৃষ্টি করেন। কিন্তু তাঁরা মনে রাখেন না যে তাঁদের বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকেই সত্য। জৈনদের বিশ্বাস, **বিভিন্ন মতবাদ একসঙ্গে সত্য হতে** সুতরাং তাঁরা অনেকান্তবাদী। জৈনদের অনেকান্তবাদ স্যাদ্‌বাদের

অনেকান্তবাদ তত্ত্ব, আর স্যাদ্‌বাদ জ্ঞানমূলক তত্ত্ব

যুক্ত। অনেকান্তবাদ তত্ত্ব সম্পর্কিত মত (Metaphysical The স্যাদ্‌বাদ জ্ঞান সম্পর্কিত মত (Epistemological theory)।

এখন স্যাদ্‌বাদের ব্যাখ্যা করা যাক। 'স্যাৎ' বলতে **'হতে পারে'** বোঝায়। প্রত্যেক এর আগেই যদি 'স্যাৎ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়, তবে প্রত্যেক 'নয়'ই আংশিক সত্য অন্যান্য বিকল্প 'নয়'এরও সত্য হবার সম্ভাবনা আছে। তর্কশাস্ত্রে 'বচন' (Judgeme দুধরনের—**সদর্থক** (affirmative) এবং **নঞর্থক (Negative)**। জৈনরা এই দুটি

সাতটি সম্ভাবনা

নিয়ে একটি বস্তু বা সত্যের সাতটি সম্ভাবনার কথা বলেছেন— এই মতকে **'সপ্তভঙ্গী নয়'** বলা হয়। প্রথম দুটি 'বচন' সদর্থক নঞর্থক, তৃতীয়টি একাধারে সদর্থক ও নঞর্থক, অর্থাৎ কিছু বলা যায় না কী তার স্বরূপ। তারপর চতুর্থটি অবক্তব্য আর শেষের তিনটি প্রথম চারটির সংমিশ্রণে সাতটি সম্ভাবনাকে এইভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে। (আমাদের বস্তু একটি ঘট আর সম্ভাব্য রঙ হল নীল)

(১) হতে পারে (স্যাৎ অস্তি) ঘটটি নীল রঙের।

(২) হতে পারে (স্যাৎ নাস্তি) ঘটটি নীল নয়।

(৩) হতে পারে (স্যাৎ অস্তি, নাস্তি) ঘটটি নীল ও নীল নয়।

(৪) হতে পারে (স্যাৎ অবক্তব্য) ঘটটি অবক্তব্য।

(৫) হতে পারে (স্যাৎ অবক্তব্য, অস্তি) ঘটটি অবক্তব্য ও নীল।

(৬) হতে পারে (স্যাৎ অবক্তব্য, নাস্তি) ঘটটি অব্যক্তব্য ও নীল নয়।

(৭) হতে পারে (স্যাৎ অস্তি, নাস্তি, অবক্তব্য) ঘটটি নীল ও নীল নয় ও অবক্তব্য

এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, প্রত্যেক **'নয়'ই 'স্যাৎ' বা 'হতে পারে'** শব্দ দিয়ে বিশেষিত হলেও কোনো **'নয়'ই অনিশ্চিত জ্ঞান সূচনা করে না**। বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে প্রত্যেক 'নয়'ই নিশ্চিত জ্ঞান দিয়ে থাকে। তবে এই তত্ত্বে 'স্যাৎ' বা 'হতে পারে' এই শব্দ প্রয়োগে বোঝানো হয় যে কোনোটিই মিথ্যা নয়। জৈনদের স্যাদ্‌বাদ অনেকাংশে

কোন বচনই অনিশ্চিত নয়।

সাপেক্ষতাবাদ (Relativistic), অর্থাৎ প্রত্যেকটি বক্তব্যই কিছু নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষ। সত্যদর্শন ব্যক্তিবিশেষে বিভিন্ন। 'জৈন স্যাদ্‌বাদ' এর অনেক সময় আমেরিকার প্রয়োগবাদী দার্শনিক Schiller-এর 'বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে **সত্যের প্রকাশও বিভিন্ন**' এই মতটির সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে। তবে জৈনদর্শন পুরোপুরি বাস্তবধর্মী আর প্রয়োগবাদে ভাববাদের স্পর্শ রয়েছে।

'অনেকান্তবাদ' ও 'স্যাদ্‌বাদে'র মধ্য দিয়ে এইটুকু বুঝলাম যে কোনো বস্তু বা বিষয়ের সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। একটি বিষয়ে বিভিন্ন মতের সমাহারে ওই বিষয়টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান হ'লেও হ'তে পারে। তবে যাঁরা 'কেবল' জ্ঞানের অধিকারী, তাঁরা সহজেই সম্পূর্ণ জ্ঞানের জগতে প্রবেশ করতে পারেন। এই তত্ত্বটি থেকে এই সত্যটি বেরিয়ে এসেছে—**'সত্যের অনেক রূপ, যে যেমন দেখে'**, এই দৃষ্টিভঙ্গী জন্ম দিল পরমতসহিষ্ণুতা ধর্মের।

এখন আমরা **জৈনদর্শনের তত্ত্ব বিশ্লেষণের** দিক আলোচনা করব। জৈনরা সত্তার বহুত্ব স্বীকার করেন বলে তাঁরা বহুত্ববাদী (Pluralist)। তাঁরা বস্তুতন্ত্রবাদী, কেননা মনের অস্তিত্ব ছাড়াই বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন। আবার তাঁরা অনেকান্তবাদী, কারণ, 'বস্তুর অনন্ত ধর্ম' এই তত্ত্বে তাঁরা বিশ্বাসী। ধর্ম কথাটির অর্থ হল গুণ আর ধর্মী বলতে গুণকে আশ্রয় করে যে দ্রব্য তাকে বোঝায়। **দ্রব্য** বা substance একটি সদ্বস্তু আর তার **অপরিহার্য গুণ হল চৈতন্য**। এই দ্রব্যের ধর্ম দুটি—**গুণ ও পর্যায়। গুণ হল নিত্যধর্ম** আর **পর্যায় অনিত্যধর্ম।** **চৈতন্য 'আত্মা' নামক দ্রব্যের নিত্যধর্ম,** আর কামনা, বাসনা, সুখ ও দুঃখ দ্রব্যের অনিত্য ও পরিবর্তনশীল ধর্ম বা **পর্যায়**। আরও বলা যায় যে দ্রব্য সদ্বস্তু আর এই **দ্রব্যের লক্ষণ হল উৎপত্তি, ধ্বংস** ও **স্থিতিশীলতা**। দ্রব্য দুধরনের—**অস্তিকায়** ও **অনস্তিকায়**। অস্তিকায় দ্রব্য বিস্তারযুক্ত। অনস্তিকায় দ্রব্য বিস্তারহীন। 'কাল' একমাত্র অনস্তিকায় দ্রব্য, যা কোনো স্থান জুড়ে থাকে না। যে দ্রব্য জায়গা দখল করে থাকে তাকে অস্তিকায় দ্রব্য বলে। অস্তিকায় দুধরনের —জীব ও অজীব। 'যে দ্রব্য বোধশক্তিসম্পন্ন তা জীব আর যে দ্রব্য বোধশক্তিহীন তা অজীব। **জীব** আবার দুধরনের—**মুক্ত ও বদ্ধ। বদ্ধ** দুধরনের—**ত্রস** ও **'স্থাবর'। 'ত্রস'** জীব হল সেই যা নড়াচড়া করতে পারে, আর **স্থাবর হল সেই জীব যা নড়াচড়া করতে পারে না। বদ্ধ জীবেরা ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা অনুযায়ী বিভক্ত।** মানুষ, জন্তু, পাখী, পাঁচটি ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট, আর মাছি, মৌমাছির চারটি ইন্দ্রিয়, পিঁপড়ে জোঁকের তিনটি, শামুকের দুটি, গাছপালার একটি ইন্দ্রিয় অর্থাৎ স্পর্শেন্দ্রিয়। **আত্মা বা জীব চৈতন্যবিশিষ্ট দ্রব্য।** জীবেরা বিভিন্ন ক্রমে বিভক্ত এবং তাদের জ্ঞানও নানা ধরনের। উচ্চ স্তরের আত্মা সমস্ত কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত, আর নিম্নতম স্তরের আত্মন্ অসম্পূর্ণ অবস্থায় মাটি, জল, আগুন, বাতাস বা উদ্ভিদের দেহ ধারণ করে। **জৈনমতে সূক্ষ্ম ধূলিকণা থেকে মানুষ পর্যন্ত সর্বস্তরে আত্মনের অস্তিত্ব।**

অধিবিদ্যা

দ্রব্য-ধর্ম-গুণ ও পর্যায়

দ্রব্যের লক্ষণ তিনটি

দ্রব্য দুধরনের (১) স্থান ব্যেপে থাকে (২) স্থান ব্যেপে থাকে না

আত্মা বা জীব চৈতন্য বিশিষ্ট

আত্মম্ স্বয়ং প্রকাশ

আত্মন্ স্বয়ংপ্রকাশ। শুধু তাই নয়; সব কিছু প্রকাশের মূলেও এই আত্মন্। জীব বা আত্মা **সনাতন** অর্থাৎ **নিত্য ও অপরিণামী।** কিন্তু এই জীবেরও পরিবর্তনের

ধারা আছে। কর্মানুসারে জীব বিভিন্ন দেহ ধারণ করে। চৈতন্য আত্মার নির্যাস। জৈনরা করেন যে জীবেরই শুধু অস্তিত্ব আছে তাই নয়, অন্যের অস্তিত্ব করে এই জীবের ওপর। স্বরূপত জীব পূর্ণ, অনন্ত জ্ঞান, অপার **অসীম বিশ্বাস ও অনন্ত শক্তির অধিকারী**। জড়ের সঙ্গে সম্পর্কিত হলে সংসার সৃষ্টি, এই গুণগুলি আবৃত হয়, কিন্তু ধ্বংস হয় না। জৈনরা বিশ্বাস করে জীব বিভিন্ন আকার ধারণ করে, জীব অন্যের সহায়তা ছাড়া নিজেই সব জানতে পারে। কর্মগুলি আসল সত্য জানার পথে বিঘ্নস্বরূপ।

চৈতন্য আত্মার নির্যাস

জীব সর্বশক্তিমান

অজীব

জৈনরা জীব ছাড়া আরও এক সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেছে—তা হল অজীব। অ পাঁচ ধরনের—কাল, আকাশ (দেশ), ধর্ম (গতির কারণ), অধর্ম (স্থিতির কারণ), পু (জড়)। জীবের সঙ্গে অজীবের পার্থক্য এই যে, জীবের প্রাণ ও চৈতন্য আছে, অজীব প্রাণ ও চৈতন্য কিছুই নেই। এগুলির মধ্যে কাল (Time) অনন্ত অসীম। কিন্তু কালের বিভিন্ন চক্র আছে। কাল অনস্তিকায় কারণ অবিচ্ছিন্ন। অবিচ্ছিন্নতা পারমার্থিক কালের লক্ষণ, সমস্তরকম বিচ্ছিন্নতা ব্যবহারিক কালের লক্ষণ, ব্যবহারিক কাল বা সময় মু ঘণ্টা ইত্যাদি দিয়ে ভাগ করা যায়। এই কালের আদি ও অন্ত আছে। আকাশ বা **(space) লোকাকাশ ও অলোকাকাশ** হতে পারে। লোকাকাশে গতি আছে, অ অলোকাকাশে গতি নেই, তা শূন্য। সমস্ত কিছু ধরে থাকাই আকাশের কাজ, কিন্তু আক আমাদের প্রত্যক্ষ-গোচর নয়, অনুমানের সাহায্যে এর অস্তিত্ব প্রমাণ করি মা লোকাকাশ-ই ব্যবহারিক আকাশ—আমাদের আলোচ্য বিষয়ও তাই।

অজীব—৫ ধরনের
(১) কাল (২) আকাশ
(৩) ধর্ম (৪) অধর্ম
(৫) পুদ্গল

পুদ্গল বা জড়

ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখার মধ্যে খুব সম্ভবত প্রথম জৈনরাই পরমাণুতত্ত্বে **প্রবক্তা**, যদিও উপনিষদে 'অণু' শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায়। জৈ দর্শনে পুদ্গল বলতে 'জড়' বা matter বোঝায়। যা যুক্ত (inte grated) ও অযুক্ত (disintegrated) হয় তাই পুদ্গল। আমরা জানি, যেকোনো জ দ্রব্যকে ভাঙা যায়। এই ভাঙতে ভাঙতে আমরা এমন জিনিস পাই যা আর ভাঙা যায় না, তাকেই বলে পরমাণু বা atom। প্রত্যেক জ দ্রব্যই কতকগুলি পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত হয়, আবার দ্রব্য যখন অযুক্ত হতে থাকে—তা সর্বশেষ বিন্দুটি পরমাণু। জড় দ্রব্য দুধরনের—**একটি হল সরল** বা **পারমাণবিক** আর একটি **জটিল**, যা দুই বা তার অধিক পরমাণু দিয়ে গঠিত হয়—তাকে স্কন্ধ বলে। প্রত্যক্ষগোচর সব বস্তুই স্কন্ধ। মন, বাক্য, প্রাণও জড়েরই সৃষ্টি। জৈনরা বিশ্বাস করে যে পুদ্গল স্পর্শ,

পুদ্গল বা জড়

যা যুক্ত ও অযুক্ত হয় তাই পুদ্গল

জড় দ্রব্য—
(১) পারমাণবিক
(২) দুই বা তার অধিক পরমাণু দিয়ে তৈরি—

জৈন জ্ঞানবিদ্যায় (Epistemology) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হল অনেকান্তবাদ, ার বিশ্লেষণী দিকটিকে স্যাদ্‌বাদ বলা হয়। জৈন সম্প্রদায় বলেন যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ

অনেকান্তবাদ

উভয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি বস্তু বিষয়ে ব্যক্তিদের জ্ঞান আংশিক সত্য, অর্থাৎ প্রত্যেকে নিজের নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টিকে দেখেন, কারণ তাঁদের মতে **বস্তু অনন্তধর্মবিশিষ্ট**, অর্থাৎ সত্যের নানা দিক (অনেকান্তভাব)। উদাহরণ স্বরূপ, মাটি দিয়ে ঘট তৈরি, এই মাটি যেমন সত্য, মাটির বিকার, ঘটও তেমনি সত্য। ঘট তার বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে তুলনায় অপরিবর্তিত, কিন্তু তার অবস্থাবলী

বস্তু অনন্ত-ধর্মবিশিষ্ট

পরিবর্তিত, এমনি করে, সত্য স্বরূপত নিত্য ও অনিত্য উভয়ই, এই সত্যকে অনেকান্তবাদ বলে। এই অনেকান্তবাদ **ঐক্য, অনৈক্য, নিত্যতা, অনিত্যতা, পরিবর্তনশীলতা** অপরিবর্তনশীলতা ব্যাখ্যা করে। জৈনরা বলেন, একমাত্র সর্বজ্ঞ

অনেকান্তবাদ সমন্বয়ী

পুরুষ **'কেবল'** জ্ঞানের দ্বারা কোনো বস্তুর অনন্ত ধর্মের পরিচয় পান। কিন্তু সাধারণ মানুষ একটি বিশেষ সময়ে বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বস্তুটিকে দেখেন, ফলে বস্তুটির একটি বিশিষ্ট ধর্ম তাঁর চোখে পড়ে। অনন্তধর্মবিশিষ্ট বস্তুর বিশিষ্ট একটি **ধর্মকে 'নয়'** বলা হয়। আর এই জ্ঞান-প্রকাশক 'বচন' বা 'পরামর্শ'কেও 'নয়'

'নয়'

বলা হয়। জৈনরা অন্ধ ব্যক্তিদের হস্তীদর্শনের উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন যে কোনো ব্যাখ্যাই সম্পূর্ণ সত্য নয়, আবার কোনো ব্যাখ্যাই সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়, সবকিছুই আংশিক সত্য। কেউ হাতির শুঁড় স্পর্শ করে বলে হাতি এই রকম; কেউবা হাতির পা স্পর্শ করে হাতিকে আর একভাবে বর্ণনা করে। তেমনি বিভিন্ন